সমকাল

তারিখ 19 NOV 2013
পৃষ্ঠা ৭ম কলাম ৬

চবিতে ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষ
সহকারী প্রক্টরসহ আহত ১৭

■ চবি প্রতিনিধি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে সংঘর্ষে সহকারী প্রক্টর, পুলিশ, সাংবাদিক ও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের অন্তত ১৭ জন আহত হয়েছেন। টিয়ার গ্যাসের শেল ও রাবার বুলেট ছুড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। এ ঘটনার পর আমানত হলে তল্লাশি চালিয়ে ১৮ জনকে আটক করা হয়। সোমবার দুপুরে বিবিএ অনুষদ, শাহজালাল ও আমানত হলের সামনে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার জন্য চবি ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এসএম আরিফুল ইসলাম ও শিবিরের সাধারণ সম্পাদক মোতাফিজুর রহমান পরস্পরকে দায়ী করেছেন। চবি উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারুল আজিম আরিফ বলেন, ভর্তি পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে ছাত্র সংগঠনগুলোর অস্বাভাবিক আচরণে আমরা বিব্রত। বিশৃঙ্খলাকারীদের কঠোরভাবে দমন করতে পুলিশ প্রশাসনের সহায়তা চাওয়া হয়েছে।' হাটহাজারী থানার ওসি লিয়াকত আলী বলেন, 'পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ দশ রাউন্ড টিয়ার গ্যাসের শেল ও ২০ রাউন্ড রাবার বুলেট ছোড়ে। আমানত হলে তল্লাশি চালিয়ে ১৮ শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়েছে।

আটক ১৮
টিয়ার শেল
রাবার বুলেট
নিক্ষেপ

দুপুর ২টার দিকে ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের সামনে শিবিরের নেতাকর্মীরা ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের মধ্যে লিফলেট বিলি শুরু করেন। এ সময় ছাত্রলীগের সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক জমির উদ্দিন শিবিরের নেতাকর্মীদের বাধা দেন। শুরু হয় উত্তেজনা। এ সময় পাল্টা মিছিল করেন ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। দু'পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়। ছাত্রলীগ কর্মীরা এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নম্বর গেট ও শাহজালাল হলের সামনে অবস্থান নেন। শিবির নেতাকর্মীরা এ সময় শাহ আমানত হল ও সোহরাওয়ার্দী হল থেকে বের হলে ছাত্রলীগ ও শিবিরের মধ্যে ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু হয়। পরে পুলিশ ও প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যরা ছাত্রলীগ ও শিবির কর্মীদের মাঝখানে অবস্থান নেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টরিয়াল বডি শিবিরের নেতাকর্মীদের হলে সরিয়ে নেয়। সংঘর্ষ চলাকালে প্রক্টর, পুলিশ, ছাত্রলীগ ও শিবিরের ১৭ জন আহত হন। হাটহাজারী সার্কেলের এএসপি আ ফ ম নিজাম উদ্দিন ও হাটহাজারী থানার ওসি লিয়াকত আলী অতিরিক্ত পুলিশ ফোর্স নিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।